বালির মধ্যে বসে আছি

মৃন্ময় মনির

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd
কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

বালির মধ্যে বসে আছি	মৃন্ময় মনির
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
মুদ্রণ	নালন্দা প্রিন্টার্স
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক

Balir Moddhe Boshe Asi	Mrinmay Monir
Publisher	Radawanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar(Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Published	February 2025
Printers	Nalonda Printers
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	
ISBN	978-984-99344-2-4
E-mail	nalonda71@gmail.com

উ ৎ স র্গ

মোছাঃ নুরুন্নাহার খাতুন, শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সূচিপত্র

চুম্বন # ৭
গোলাপগ্রাম কতদূর # ৮
আমাকে তোমার ইতর মনে হবে # ১০
কী করে পারি # ১১
ছায়ার জীবন # ১২
আমার যুদ্ধ # ১৩
নেশা, মসলা চা # ১৪
সামাজিক দূরত্ব # ১৬
সামাজিক সিঁড়ি # ১৭
জীবন কিংবা মৃত্যু # ১৮
হেমন্তের কান্তে # ১৯
আবহমান # ২০
টি-টেবিলের চা # ২১
ভিতরের পাখিরা # ২২
বৃষ্টিতে ভিজে # ২৩
আগাছা # ২৪
ধূসরতা আমার দিনলিপি হতে পারে না # ২৫
অপরাহ্ণ # ২৬
আলোর ছায়া # ২৭
পান্তা আর শান্তি # ২৮
হাতের তালুতে লেখা এপিটাফ # ২৯
কোথায় ছিলে # ৩০
মরুভূর কাছে হিমালয় হাওয়া # ৩২
হাওয়ার পাখি # ৩৩
ধ্রুপদী আকাশ # ৩৪
আপন পাখি # ৩৫
তিমিরা ভাবেনি কুয়াশা হবে সমুদ্রে # ৩৬
পরকীয়ার পরে # ৩৭
অবরুদ্ধ মানুষ # ৩৮
উড়ে গেছে বহুদূর # ৪০
আসে নতুন বছর # ৪১
একজন নজর আলী # ৪২
পশ্চিমা মতবাদ # ৪৩
যেরকম হয় # ৪৪
যেরকম সেরকম # ৪৫
ঘুম কেড়ে নেওয়া বন্যা # ৪৬
সমুদ্রের চিত্রকলা # ৪৭
আষাঢ় মাসে সমুদ্রসৈকতে # ৪৮
জীবন # ৪৯
কবিতায় সাতান্নর টানাটানি # ৫০
বলদ # ৫১
মানুষ কাউকে ছাড় দেয় না # ৫২
রণবীরের পোশাক # ৫৩
শীতলতা ছুঁয়ে # ৫৪
অলিখিত ঐতিহ্য # ৫৫
মহান দেশসেবক # ৫৬
খসে খসে পড়ে # ৫৭
সৈকতশহর # ৫৮
শোক দিবস # ৫৯
অবান্তর # ৬০
ভাঙা কাঠামো # ৬১
কার্বন শৃঙ্খল # ৬২
সৃজনশীল # ৬৩
লালসার সান্দ্র সখা # ৬৪

চুম্বন

গোলাপের পাপড়িগুলো তোমার ঠোঁট
যেন খসে পড়েছে ব্রীড়াবনত

এতটা বিদ্রুপ লেগে থাকতে পারে সেখানে!

কাপুরুষ জানে না গোলাপি পাপড়ি শুকায়
হলুদাভ জীবন শুধুই বৃত্তবন্দি।

ছুঁই তার শিহরন মায়ার-কায়ায়।

গোলাপগ্রাম কতদূর

আমাদের একসাথে গোলাপগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল
মিরপুরের ওপাশে নদী পর হয়ে সাদুল্লাপুর।
বিরুলিয়া ব্রিজ নয়, আমরা নৌকায় নদী পার হতে চেয়েছিলাম
কারণ নৌকার দুলুনিতে আমাদের হৃদয়ের স্রোত দুলে উঠত
সেই কম্পন, সেই ঈষৎ স্পর্শ!
আমাদের দুজনের বেলাবো যাওয়ার কথা ছিল ওয়ারী-বটেশ্বর
প্রত্নশহর দেখে সেদিন ফেরা হতো না
ডাকবাংলোর নিভৃত কক্ষে আমাদের প্রত্নশরীর
অজন্তার টেরাকোটা হতে পারত
এই সমস্ত নীলাভ ভ্রমণ
করোনার বিস্ময়ে
ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেছে!!

তুমি কেমন আছো ?
কতদিন দেখা হয় না!

তোমার সাথে শেষ দেখা
নভোমণ্ডলের ক্যাফেটেরিয়ায়

আমরা এত ঘুরেছি, এত ঘুরেছি
ঢাকার কোনো জায়গা বাকি থাকে না

সকালে সংসদভবন বিকালে চন্দ্রীমা
একদিন চিড়িয়াখানা বিকালে বোটানিক্যাল গার্ডেন
সকালে আহসান মঞ্জিল বিকালে বলধা গার্ডেন

একদিন জাদুঘর বিকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আর স্বাধীনতা
জাদুঘর
একদিন সকালে লালবাগের কেল্লা বিকালে আহসান মঞ্জিল
খুঁজে খুঁজে হয়রান ছোট-কাটরা বড়-কাটরা
একদিন হাজীর বিরানি আর বলধা গার্ডেন
এভাবেই একদিন সকালে চারুকলা আর বিকালে রমনা পার্ক
একদিন সকালে মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর আর বিকালে বিমান জাদুঘর
এভাবে বেড়ানোর অবিনশ্বরতা আমাদের ঘিরে ধরে
তোমার হাতে হাত রাখতে আমার ভালো লাগে
অন্ধকার হলে তোমার ঠোঁটে আমার ঠোঁট
এইসব ভ্রমণ ইতিহাস
আমি আমার বুকের গহিনে লিখে রেখেছি

তবু কত বেড়ানোর কথা
আমাদের বাকি থেকে যায়
কুয়াকাটা সুন্দরবন কক্সবাজার সেন্টমার্টিন বান্দরবান রাঙামাটি
তোমার ঘরের ভিতরে অলিখিত এক পদ্য
তোমার সংসার আর পারাবত ঐশ্বর্য

আমাদের এরকম হয় কেন
যার ভিতরে থেকে
আমি সারদিন ঘুরি
তাকে বহুদূর রেখে আসতে হয় সংগোপনে!

তুমি কেমন আছ?
কত্তোদিন দেখা হয় না!

আমাকে তোমার ইতর মনে হবে

একটু দূর থেকে দেখলে
আমাকে তোমার ইতর মনে হবে
কারণ আমি বাংলা খাই
কুঁড়েঘরে থাকি,
কুঁড়ের পাশে প্রশস্ত পুকুর
গোয়াল ভরা দুধেল গাই
হাঁস-মুরগির ঘরে ভোরের মোরগ বাগ
কুঁড়ের পিছনে শত ফলের বাগান
আর গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠ ছাড়া
আমার কিছুই ভালো লাগে না,
এরকম ভাবেই আমি সম্পূর্ণ
স্বাধীন থাকতে চাই।

তাই বলছিলাম
আমাকে তোমার ইতর মনে হবে
কারণ আমি কর্পোরেটকে পুছি না
পুঁজির বিনাশ চাই, যে আমাকে পরাধীন করেছে
আর তোমার সম্পূর্ণ অবয়বকে করেছে
সাম্রাজ্যবাদের দাস
তাই তুমি আমার প্রেমিকা হলেও
আমাকে তোমার ইতর মনে হবে

কী করে পারি

ঋদ্ধ তুই তুলে নে পানি
আমি আগুনের কাছে ফিরে আসি
আমি মাটির কাছে ফিরে যাই
এই অনন্য রঙিন পৃথিবীতে
কদাকার মানুষ কেন ফিরে আসে
কেন আমারই হাত আমাকে মৃত্যুর প্ররোচনা দেয়
সহজ জীবনকে জটিলতায় ফেলে
তোমার মুখোমুখি দাঁড় করায়
কী এমন চাওয়া থাকে মানুষের যা মাটির অধিক
আমার বাসনা আমাকে তছনছ করে
আমার শৈশব আমার কৈশোর আমার যৌবন
আমার প্রৌঢ়ত্ব কেন আমাকে উপহাস করে

ঋদ্ধ তুই খুঁজে দেখ
কী এক তরমুজের ফালির মত চাঁদের আলো
আমরা উপভোগ করেছি
সমুদ্রের ঢেউয়ে উলঙ্গ বিভাস
বাগানের সুউচ্চ গ্রামে মখমল নারী
হরিণের মাংস আর মহুয়ার মৌতাত
নোনা বাতাসের গান
ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ভৈরবী, ঠুমরি
সবুজ সবুজ বাতাসের ঢেউ
সোনালি দ্বীপের উপাখ্যান
এইসব চোখের সামনে রেখে
ক্রমশ ভেজা মাটিতে মিশে না যেয়ে

কী করে বল পারি
কী করে পারি বল
অসভ্যতার ধাতব অস্ত্রে নিজেকে শেষ করতে!

ছায়ার জীবন

হাওয়া এসে ভর করে ঘরের কোণ
তুমি কী সেই মায়াময় ছায়ার জীবন
রং দিয়ে ফিরে গেলে
কাছে এসে দূরে রলে
অকারণে মেলে দিলে শাড়ির আঁচল
ফলাতে ফসল জেনো বীজই আসল
দিনের সকল কাজে
রাতের আঁধার সাজে
বেজে সেজে হলো কেন অকাল পতন
নাকফুল চাহেনিকো চেয়েছে যতন
যতনে রতন মেলে
মধু সব দেয় ঢেলে
ফুলেরও পরাগ তবু যায় না দেখা
আকাশের সাথে প্রেম হয়েছে একা

আমার যুদ্ধ

এই যে আমি
যার পরতে পরতে বেজে চলে
বিদ্যুতের খেলা
এই যে আমি
যার পায়ে পায়ে অনিশ্চিত
প্রতিটি পদক্ষেপ
তবুও তো দাঁড়াতে পারি
পৃথিবীর মাটিতে পা রেখে
সংগ্রাম করতে পারি ভাত কাপড়ের জন্য
আর অভিশাপ দিতে পারি
সেই সব রাজাদের
যারা সংসদে বসে নিজেদের সুযোগ বাড়ায়
আর আমাকে লাইনে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয়
আমার যুদ্ধ
রাজার খাবার ফুরানোর পর
যেন আমার খাবার ফুরায়

হতে পারে যুদ্ধটা একটা খেলা
আর ন্যাটো তার আয়োজক
কিন্তু আমি
কেন তার জ্বালানি হবো!
আমার একটাই জীবন
আমি তাকে সংহত করতে চাই
আমার একটাই যুদ্ধ
আমি স্বাধীন থাকতে চাই
আমার একটাই যুদ্ধ
আমি রাজাগোজাদের উচ্ছেদ চাই

নেশা, মসলা চা

মানুষের বহু ধরনের নেশা থাকে
আমারও আছে
তার ভিতরে সবচেয়ে সহজলভ্য হচ্ছে চায়ের নেশা
ঐটা আমার আছে
আনন্দে বাঁচার জন্য আরও অনেক নেশার দরকার ছিল
সেগুলো ব্যয়বহুল এবং বিধিনিষেধের আওতায়
ওদিকে পা না বাড়িয়ে
আমি মাঝে মাঝে টাকার দিকে ছুটি
ঐটা খুবই প্রয়োজন এবং রোজগার নেশাও বটে
এই ফটকা অর্থনীতিতে ছাপোষাদের জন্য নেশাটি বিপজ্জনক
তবুও কেউ কেউ সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গ হয়ে যায়
এদিকে সন্তান উৎপাদন এবং মানুষ করাও একটি নেশা
কিন্তু সে নেশায় সন্তান যে উপযুক্ত মানুষ হবে
সে কথা বলা মুশকিল
আমি তখন খুব খুব ভাবি
আর
দোকান থেকে চাপাতি কিনে
চুলায় আগুন জ্বেলে চা বানাতে লেগে যাই
যদিও এখন ঘরে ঘরে চায়ের দোকান হয়েছে
আর সেই দোকানগুলো এত নিম্নমানের
সেখানে চায়ের কাপে ফুঁ দিয়ে
টেবিলে নেশাগ্রস্ত রাজনীতি কপচাব
সে নেশাও সাতান্নর মালা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলা হয়েছে
অগত্যা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত
আদা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, তেজপাতা বেটে
দেশীয় চাপাতি দিয়ে মসলা চা বানিয়ে ফেলি

মাঝেমধ্যে ঘুমহীন ভোরগুলোতে
চা আমাকে নারীর মতো টানতে থাকে
তুমি কথা দিয়েছিলে থাকবে
কিন্তু দ্রুতই কাপের তালানিতে পৌঁছে যাও

সামাজিক দূরত্ব

গোষ্ঠীপ্রধান থেকে জোতদার
জোতদার থেকে জমিদার
জমিদার থেকে রাজা
বিদেশি লুটেরা থেকে নবাব
নবাব থেকে সম্রাট
সবাই প্রজার সংজ্ঞা দেয়
দাসের আইন বানাই
সবাই খুশি হয়
আহ্ সামাজিক শৃঙ্খলা!!
তিনাদের অঙ্গুলি হেলনে দাসেরা কান ধরে দাঁড়িয়ে যাই
নবাবদের গোলামি
ইংরেজদের গোলামি
পাকিস্তানিদের গোলামি
আর গোলাম যখন ক্ষমতা হাতে পায়
তার অঙ্গুলি হেলনে দাসেরা কান ধরে দাঁড়িয়ে যাই
পশ্চিমের গণতন্ত্র
মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মতন্ত্র
প্রাচ্যে এসে গুলিয়ে যায়
এখানে আমরা সবাই রাজা হতে চাই
আর রাজাদের অঙ্গুলি হেলনে দাসেরা কান ধরে দাঁড়িয়ে যাই

আজ এই করোনার কালে হাত পরিষ্কারের বড়ই প্রয়োজন হয়